সমকাল

তারিখ 12 APR ২০১৬
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জবি ছাত্র হত্যা

হুমকির কথা গোপন রাখেন নাজিম

■ সমকাল প্রতিবেদক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ছাত্র ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নাজিমুদ্দিন সামাদ হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, অনেক আগে থেকেই ওই ছাত্র উগ্রবাদীদের টার্গেটে ছিলেন। ফেসবুকে তার কিছু বিতর্কিত লেখালেখির জন্য ওই গোষ্ঠীটি তাকে অনুসরণ করে আসছিল। উগ্রবাদীরা তাকে হুমকি দিলেও বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ কাউকেই জানাননি তিনি।

তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি, নাজিমের ফেসবুকে নিয়মিত সক্রিয় থাকার কথা জানলেও বিতর্কিত লেখা সম্পর্কে বন্ধু বা স্বজনের কোনো ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

হুমকির কথা গোপন রাখেন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ধারণা ছিল না। এমনকি বান্ধবীর কাছেও নিজে হুমকিতে থাকার বিষয়টি জানাননি। কখনও পুলিশের কাছেও অভিযোগ করেননি। পুলিশ ও গোয়েন্দারা নাজিমের এক বান্ধবী, কয়েকজন বন্ধু ও স্বজনের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পেয়েছেন। গত বুধবার রাতে ক্লাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে সূত্রাপুরের ইকরামপুর মোড়ে জবির আইন বিভাগের মাস্টার্সের সান্ধ্যকালীন বিভাগের ছাত্র নাজিমকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার ৫ দিন পরও পুলিশ ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে তাদের ধারণা, ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সদস্যদের হাতে নাজিম খুন হন।

পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, হত্যার ধরন থেকে মনে হচ্ছে এবিটির কোনো গ্রুপের হাতে নাজিম খুন হতে পারেন। ছায়াতদন্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্যও মিলেছে। ওই গোষ্ঠীটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লেখেন বা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে সমালোচনা করে অনলাইনে লেখেন– এমন অনেককে তারা নিরাপত্তা দিয়েছেন। তবে নাজিম সে তালিকায় ছিলেন না। সিলেট থেকে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করলেও, তিনি যে হুমকিতে রয়েছেন এমন কিছু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাননি। মনে হচ্ছে সিলেট থেকেই তিনি টার্গেটে ছিলেন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, নাজিমের এক বান্ধবী ও কয়েক বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, নাজিম ফেসবুকে নানা বিষয়ে লিখতেন। তবে ধর্মীয় বিষয়ে এত কট্টর লেখার কথা তাদের জানা ছিল না। এ জন্য কখনও হুমকি পেয়েছিলেন কি-না তাও তাদের জানা নেই।

নাজিম খুন হওয়ার সময় তার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু সোহেল। তারা গেণ্ডারিয়ার একটি বাসায় এক সঙ্গে থাকতেন। গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানিয়েছেন, নাজিম যে হুমকিতে ছিলেন বা তাকে কেউ মারতে পারে সে ধারণা ছিল না। হত্যার দিন তাকে কোপাতে দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন, তারা (খুনিরা) ভুল করছে। এরপর তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাড়া করলে তিনি প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেন। সিলেটের বিয়ানীবাজারে নাজিমের গ্রামে জুবেল নামে এক বন্ধু পুলিশকে জানিয়েছেন, নাজিম সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চে সক্রিয় ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। তবে তার যে এমন পরিণতি হবে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। এ নিয়ে নাজিম কখনও পুলিশের সহায়তা বা থানায় জিডিও করেননি।

নাজিম হত্যার ঘটনায় দায়ের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সমীর চন্দ্র সূত্রধর সমকালকে বলেন, নাজিমের বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তার সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়েছে। খুন হওয়ার দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে তার ফেসবুকে তেমন বিতর্কিত কিছু লেখাও দেখা যায়নি। তবে এর আগে ধর্মীয় বেশ কিছু বিষয়ে বিতর্কিত লেখা দেখা গেছে। এসব বিষয় মাথায় নিয়েই তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।